৫

আদিবাসী নারীর অবস্থান

ইভা মার্গারেট হাঁসদা

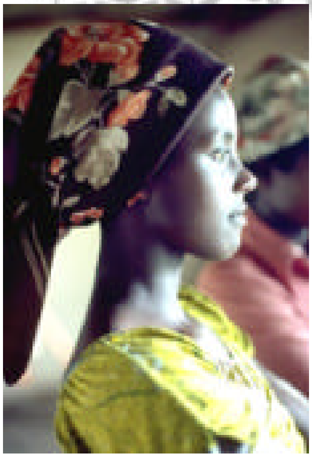

সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে লক্ষ্য করেছেন যে, সমাজের 'নিম্ন' সারিভুক্ত নারীরা পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে, সমাজের 'উঁচু' সারিভুক্ত নারীদের অপেক্ষা তারা নিজেদের সমাজে তুলনামূলক ভাল পদমর্যাদার অধিকারী। তাই আদিবাসী সমাজে আদিবাসী নারীদের অবস্থানকে রোমান্টিক ক'রে তোলার চেষ্টা করা হয়। কোন কোন পণ্ডিত এমন মত পোষণ করেন যে, আদিবাসীদের মত 'আদিম' সমাজগুলো নারীদের উচ্চ মর্যাদা দেয়, যখন অন্যান্য সমাজগুলো তা মেনে নেয় না। সচ্চিদানন্দের মতে, "নারীর ভূমিকা ও অবস্থানকে একটি মাত্র বাক্যে প্রকাশ করা মোটামুটি অসম্ভব। ভারতীয় আদিবাসী জগতের বেলায়ও আমরা সেই একই সমস্যার মুখোমুখি হই।" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, "সারা পৃথিবীতে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান সাধারণত সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও নিয়মনীতি, ধর্মীয় ভাবাদর্শ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং শ্রেণী বিভাগ নির্ধারণ করে।" একটি বিশাল ও বিচিত্র দেশ হওয়ায়, ভারতে এমনসব অবস্থা বিরাজমান যেগুলো ভৌগোলিক, জলবায়ু, জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মীয়, পরিবেশ ও পেশাগত সীমারেখার দিক থেকে ব্যাপক বিচিত্রময়। এখানে এই আলোচনায় ভারতীয় আদিবাসী নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থান

ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী সমাজগুলোতে, পুরুষ ও নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত। যাযাবর শিকারী আদিবাসীদের মধ্যে, পুরুষরা শিকার করে বেড়ায় যখন মেয়েরা ফল, খাওয়ার যোগ্য শিকড়, কন্দ, জ্বালানী এবং অন্যান্য গৃহস্থালী জিনিষপত্র সংগ্রহ করে। এদের কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে, নারীরা নানা বাড়তি পেশায়ও নিয়োজিত, যেমন বিরহোরদের (Birhors) মধ্যে দড়ি বোনা কাজ। এগুলোর পাশাপাশি, নারীরা রান্নাবান্না ও ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার কাজ করে আর গৃহস্থালীর যাবতীয় বিষয় সামাল দেয়। রাখালি আদিবাসীদের মধ্যে, পশুপালন পুরুষদের একটি প্রধান দায়িত্ব। নীলগিরির টোডা (Toda) আদিবাসীদের মধ্যে, নারীদের এমনকি গোয়াল ঘরেও ঢুকতে দেওয়া হয় না, কেননা তাদেরকে অশুচি ভাবা হয়।

ভারতীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বৃহৎ একটা অংশ কৃষিকাজ করে জীবন নির্বাহ করে। মুণ্ডা, উঁরাও, সাঁওতাল, হো, খাড়িয়া, গন্দ (Mundas, Oraons, Santals, Hos, Kharias, Gond) ইত্যাদি আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোতে, নারীরা ফসল কাটা ও রোপনের কাজ করে। যখন পুরুষের দায়িত্ব হল জমি লাঙ্গল দেওয়া, মই দেওয়া আর ফসল পাহারা দেওয়া। গৃহস্থালী ও কৃষি কাজ না থাকলে, নারীরা ভাত পচিয়ে মদ তৈরী করে। কিছু কাজ তাদের জন্য নিষিদ্ধ, যেমন লাঙ্গল দেওয়া ও ঘরের চাল ছাওয়া, এক্ষেত্রে প্রয়োজনে অনেক সময় সামাজিক অনুমোদন দাবি করা হয়। মধ্য ও পশ্চিম হিমালয়ের কিছু জায়গায়, আদিবাসী নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নিজেদের গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি, তারা চাষাবাদে সাহায্য করে এবং গবাদিপশুর খাদ্য সংগ্রহ করে। হিমাচল প্রদেশের কিন্নড় (Kinnaur)

নারীরা বাগান থেকে আপেল সংগ্রহে তাদের পুরুষদের সাহায্য করে। কৃষিতে তারা লাঙ্গল টানা বাদে সব কাজই করে, যেমন বীজ বোনা, ফসল কাটা, ফসল ঝাড়াইমাড়াই এবং শস্য পরিষ্কারের জন্য চালা কাজ। রাখালী পাহাড়ী আদিবাসীদের মধ্যে, তাদের দিয়ে পশমি সূতা কাটা ও সেলাইয়ের কাজ করানো হয়।

মেঘালয়ের খাসি ও গারো আদিবাসীদের ন্যায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরিত হয় মা থেকে মেয়েতে। কিছু কিছু পেশা সম্পূর্ণ মেয়েদের নিয়ন্ত্রণে, যেমন তাঁত বোনা ও সেলাই কাজ, মাছ বিক্রি ইত্যাদি। এ সকল সমাজে বাণিজ্যে নারীর ব্যাপক আধিপত্য লক্ষণীয়। একটি মাতৃশাসিত সমাজে, নারীরাই তাদের ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, স্বামী, বাবা-মা সকলের দেখাশোনার কাজটি করে। আর এ কারণে অর্থ উপার্জনে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

পিতৃশাসিত আদিবাসী সমাজে, সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরিত হয় বাবা থেকে পুত্রেতে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বা মালিক হওয়ার অধিকার নারীর নেই। তবে একজন বিধবা জীবিত থাকাকালীন পর্যন্ত স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করতে পারে। পুত্র সন্তানের অবর্তমানে কন্যাসন্তান সম্পদ ভোগ করতে পারে। তবে তার সন্তান-সন্ততিরা কখনোই সেই সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না, কেননা পরিশেষে সে সম্পদ তার বাবার বংশধরদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ে, স্বামী তার স্ত্রীকে ত্যাগ করলে, সে ক্ষেত্রে মেয়েকে বাবার জমিজায়গার একটি ছোট অংশ পাওয়ার বিধান রয়েছে। এই বিধান বা ব্যবস্থার লক্ষ্য হল তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আর তাদের মৃত্যুর পর পরই প্রাপ্ত জমিজায়গা বাবার বংশধরদের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

সামাজিক অবস্থান

অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ে 'কনে পক্ষকে যৌতুক প্রদানের' বিধান বিদ্যমান। মেয়েকে বিয়ে করার জন্য কনের বাবার হাতে বর পক্ষকে পণ তুলে দিতে হয়। এই ব্যবস্থা এটাই প্রমাণ করে যে, তাদের মধ্যে নারীকে সম্পদ ভাবা হয় এবং নারী আদিবাসী সমাজে দায়গ্রস্ত নয়। আদিবাসী নারীরা কর্মে, রোজগারে এবং পরিবারের কল্যাণে মোটা রকম অবদান রাখে বিধায় তাদেরকে যথাযথ সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিষয়-আশয় ছাড়াও সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বামী তার স্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে থাকে।

কৃষি কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও, নারীকে বাণিজ্য, চাকরি থেকে দূরে রাখা হয়, কেননা এ সকল কাজে অনেক বেশী যাতায়াত ও ভিনগাঁয়ের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ প্রয়োজন হয়। আর সকল ক্ষেত্রে, তারা কম-বেশী সমান পদমর্যাদা ভোগ করে। নারীদের জন্য সনাতনী প্রথাগুলো তুলনামূলক অনেক উদার। সমাজে কোন বিভাজন নেই আর নারীরা মুক্তি ও স্বাধীনতা উপভোগ করে। অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড উপলক্ষ্যে তারা ঘরের বাইরে বের হতে পারে। তারা স্থানীয় সাপ্তাহিক বাজার ও মেলায় যেতে, প্রকাশ্যে নাচ-গান করতে, দেশীয় মদ পান করতে, এবং মাঠে-ঘাটে, বনে-বাদাড়ে স্বাধীন মত চলাচল করতে পারে। যদি তারা চায়, তাহলে তারা ঘরে তৈরী পণ্য বিক্রি করতে এবং তাদের উপার্জন সঞ্চয় করতে পারে।

বিবাহের আগে একজন মেয়ে তার ভাইয়ের মতই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। তার আরও স্বাধীনতা আছে বিবাহের জন্য জীবন সঙ্গীকে বেছে নেওয়ার। বিবাহের পর, প্রয়োজনে কনে যে-কোন সময় বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে পুনরায় বিয়ে করতে পারে। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর বৈধব্যের বিধিনিষেধ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয় আর চাইলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে।

অনেক আদিবাসী সমাজে ডাকিনীবিদ্যায় বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল, এটা এমনকি এর শিক্ষিত জনসমাজের

মধ্যেও প্রবল। এমনটি বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, ডাকিনীবিদ্যায় পারদর্শী নারীকে গ্রামে অবর্ণনীয় দুর্দৈব ও মৃত্যুর জন্য দায়ী ভাবা হয়। একজন নারী (প্রায়শ একজন বিধবা, অথবা একজন বন্ধ্যা অথবা একজন বৃদ্ধা) ডাইনী বলে চিহ্নিত হলে, তাকে সাধারণত প্রকাশ্য বিচারকার্যের পর গ্রামবাসীরা মেরে ফেলে।

নারীর প্রধান দায়িত্ব সন্তান ধারণ। তাই বন্ধ্যাত্বকে দেখা হয় স্বর্গের একটি অভিশাপ হিসেবে, অনেক ক্ষেত্রে স্বামী তাকে পরিত্যাগও করে। একজন বন্ধ্যা নারী এমনকি সমাজ-বিরোধী অথবা একজন ডাইনী বলেও কলঙ্কিত হতে পারে। মেয়ে ও ছেলের মধ্যে কোন বৈষম্য না থাকলেও, পুত্র শিশুর জন্মে অনেক আনন্দ করা হয়। কেননা পুত্র উত্তরাধিকারী শিশুর জন্মের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হয় যে, বংশের মুখ রক্ষা হল।

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান

আদিবাসী সমাজগুলো সুসংগঠিত। এগুলোর আছে তাদের নিজস্ব সুগঠিত রাজনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থা। ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী সমাজগুলোতে, নারীর কোন রাজনৈতিক ভূমিকা নেই। গ্রাম্য পরিষদের কোন পদ গ্রহণের এবং পরিষদের সভা-বৈঠকে অংশগ্রহণের অনুমতি তাদের দেওয়া হয় না। তারা পরিবারে ও গৃহে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী হলেও, গ্রামের অভিন্ন কিছু বিষয়ে সরাসরি কথা বলার অধিকার তাদের নেই। তারা সাধারণত গ্রাম্য পরিষদকে তাদের মতামত স্বামীদের এবং অন্য পুরুষমানুষদের মুখ দিয়ে জানায়।

অধিকাংশ পিতৃশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নারীর কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। কোন অনুষ্ঠানে, হোক জন্মদিনের, মৃত্যুদিবসের অথবা বিবাহদিবসের, কিংবা অন্যান্য উপলক্ষ্যে বা পালা-পার্বণে তাদের পৌরহিত্য বা দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়া হয় না। তবে তারা অনুষ্ঠানে প্রভূত অবদান রাখে। সচ্চিদানন্দ উল্লেখ করেছেন যে, পূজার সঙ্গে যুক্ত অনেক দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায়। উদাহরণ হিসেবে, নারীরা উপাসনা স্থল পরিষ্কার করে ও সাজায়, স্থানীয় মদ তৈরী করে, আর কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ে নারীরা দেবতাকে আবাহন করার জন্য গানও করে। উড়িষ্যার সাওরাদের (Saoras) মাঝে, প্রতিটি গ্রামে রয়েছে একজন বা দু'জন নারী যাদেরকে বলা হয় Kuranbois, এদের কাজ হল দৈবজ্ঞগিরি (ভৌতিক উপায়ে ভবিষ্যৎ বলা), রোগব্যাধির আধ্যাত্মিক নিরাময় সাধন। তারা সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কেননা ডাক্তার পাওয়া না গেলে, রোগ নিরাময়ে তাদেরকে ডাকা হয়। অরুণাচল প্রদেশের Abor-দের মাঝেও একই রকম ব্যবস্থা প্রচলিত।

পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা

এমনটি ধরে নেওয়া অমূলক হবে যে, আজকের জগতে ঘটে-চলা দ্রুত পরিবর্তন আদিবাসী সমাজকে স্পর্শ করতে পারেনি। স্বাধীনতার পর ভারতে এ সকল পরিবর্তন স্পষ্ট প্রতীয়মান। আদিবাসীদের 'মূল স্রোতধারার' সঙ্গে যুক্ত করার সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ এবং রক্ষামূলক বৈষম্যে ভরা সরকারি নীতিমালা পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। আজকে আদিবাসী সমাজ আর কোন মতেই একইরূপ গঠন, গুণ অথবা পরিকাঠামো বিশিষ্ট নয়। অনেক আদিবাসী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিঁড়ির অনেক উপরে

উঠে গিয়েছে আর তাদেরকে অনাদিবাসীদের থেকে আলাদা করা কষ্টকর। তবে একই সময়ে, এখনো অসংখ্য আদিবাসী শিকারী হিসেবে এবং জীবননির্বাহের জন্য চাষী হিসেবে জীবনযাপন অব্যাহত রেখেছে।

অনেক শিক্ষিত আদিবাসী নারী শিক্ষিকা, সেবিকা, ডাক্তার, আইনজীবি, অফিসার ইত্যাদি নানা রকম পেশায় নিয়োজিত। আবার কেউ কেউ নিজেদের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম ছেড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছে, আর তারা ঐতিহ্যবাহী সামাজিক বিধিনিয়ম, যেগুলো তাদের মা ও মাতামহদের জন্য পালন করা একদা বাধ্যতামূলক ছিল, সেগুলো মেনে চলা প্রয়োজন বোধ করে না। যে সকল নারী বৈতনিক চাকুরিরত, তারা অনেক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করে আর অনেকে জমিজমা ও অন্যান্য সম্পদের মালিক হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে, অনেক আদিবাসী নারী ঐশতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করছে, এমনকি কয়েকজন ধর্মব্রতী হিসেবে অভিষিক্তও হয়েছে।

বড় বড় শিল্প-কলকারখানা প্রতিষ্ঠা এবং খনিজ উত্তোলন কার্যক্রম অনেক আদিবাসীদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন নতুন পথ খুলে দিয়েছে। অনেক নারী নিজেদের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে নির্মাণ কর্মী হিসেবে শ্রম দেওয়ার জন্য, রেলপথে, সড়কপথ, কল-কারখানা ইত্যাদিতে কাজ করার জন্য। অনেকে দূর-দূরান্তের ইটের ভাটায় বা শহরাঞ্চলে গৃহ পরিচারিকার কাজ করছে। রাজনীতিতেও কিছু নারীর প্রবেশ ঘটেছে। নারীদের জন্য শতকরা ৩৩ ভাগ আসন সংরক্ষণের সরকারি নানা উদ্যোগ আদিবাসী নারীদের অংশগ্রহণকে আরও এগিয়ে নেবে। তবে, এই সহায়িকার অন্যান্য অধ্যায়ে যেমনটি তুলে ধরা হয়েছে, স্বাধীন ভারতে আদিবাসীদের নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনা অনেক বেশী আর অনেক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও নতুন নতুন ধারা নারীসহ লক্ষ লক্ষ আদিবাসীদের অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশার কারণ।

উপসংহার

সচ্চিদানন্দ সঠিক অর্থেই দেখিয়েছেন যে, 'সমাজ একটি নিরন্তর পরিবর্তনধারায়, যেখানে সর্বোচ্চ শিখরে, সর্বদিকব্যাপী ও মানসিক গতিময়তার অসংখ্য সুযোগ বিদ্যমান।' যখন কোন কোন পণ্ডিত আদিবাসী সমাজে যে-কোন পরিবর্তনকে নারীদের জন্য একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে দেখেন, তখন অন্যেরা মত প্রকাশ করেন যে, এই পরিবর্তন তাদের জন্য নতুন নতুন বাস্তবতা ও বিস্তৃত দিগন্ত খুলে দেয়। ঘটনা যা-ই হোক, ভারতীয় সমাজে আদিবাসী নারীরা সন্দেহাতীতভাবে প্রধানধারার নারীদের চেয়ে অনেক বেশী মুক্তি ও স্বাধীনতা উপভোগ করে। বিষয়টা পিতৃশাসিত ও মাতৃশাসিত উভয় সমাজের ক্ষেত্রে সত্য। অন্যান্য সমাজগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে, আদিবাসী জীবনধারা আদিবাসী নারীদের অধিকতর সমতা প্রদান করে বলে প্রতীয়মান হয়।

Elwin Verrier এর মতে, "আদিবাসী নারীরা অনেক দিক দিয়েই, যদি প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়, আদিবাসী পুরুষদের সমান ... (আদিবাসী নারীরা) পারি-পার্বণ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে; তারা স্বাধীন ও আত্মনির্ভর, তাদের পুরুষ মানুষরা তাদের সম্মান করে ও ভালবাসে, আর তাদের ছেলেমেয়েরা তাদের ভক্তি করে। তাদের জীবন পূর্ণ, মজার আর তৃপ্ত।"